তারিখ 28 SEP 2017 পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ৫

কোচিং বাণিজ্য বন্ধে আইন করা হবে

—— শিক্ষামন্ত্রী

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেছেন, তরুণ প্রজন্মকে আধুনিক উন্নত বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তুলতে গুণগত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে গুণগত শিক্ষকের বিকল্প নেই। শিক্ষার মানের অবনমন রোধে আইন করে কোচিং বাণিজ্য ও গাইড বই বন্ধ করা হবে বলে তিনি জানান।

বেসরকারি ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির উদ্যোগে 'উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে কলেজ অধ্যক্ষের ভূমিকা' শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। গতকাল বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়েরর ধানমণ্ডি ক্যাম্পাসে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ২০১৭ সালে এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ সারাদেশের ৮০০ কৃতী শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষকদের কেউ কেউ প্রশ্ন ফাঁসের সঙ্গে জড়িত। সম্প্রতি ১৩ জন অধ্যক্ষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিছু দুষ্কৃতকারীর জন্য সব শিক্ষকের দুর্নাম হচ্ছে। তারা শিক্ষাকে ব্যর্থ করে দিচ্ছে। তিনি বলেন, কেউ কেউ অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করছেন। বেশি টাকা আয়ের জন্য তারা ■ পৃষ্ঠা ১২ : কলাম ৬

কোচিং বাণিজ্য

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

স্থানীয় এমপিকে দিয়ে অতিরিক্ত শিক্ষার্থী ভর্তির অনুমতি নেন। এতে শিক্ষার মানে ব্যাঘাত ঘটছে।

অনেক প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা ক্লাসে আসেন না– অধ্যক্ষদের এমন অভিযোগের বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ক্লাসে না আসার দায়ভার শিক্ষকদের। ক্লাস আকর্ষণীয় না হলে শিক্ষার্থীরা আসবে কেন। কিছু শিক্ষক ইচ্ছা করেই ক্লাসে ঠিকভাবে পড়ান না। শিক্ষার্থীদের নিয়ে তারা কোচিং বাণিজ্যে মেতে ওঠেন। তাই আইন করে কোচিং বাণিজ্য বন্ধ করা হবে। নোট এবং গাইড বইও বন্ধ হবে।

অনুষ্ঠানে সারাদেশের বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষরা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত কলেজগুলোতে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ দিয়ে কারিগরি শিক্ষা চালু করা, উচ্চমাধ্যমিকে ইংরেজির ওপর আরও গুরুত্ব আরোপ ও বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষার মানোন্নয়নসহ বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুর রবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথির বক্তব্য রাখেন ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার খন্দকার মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হাবিবুর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য আবুল কাসেম হায়দার, আজিজুল ইসলাম, আবুল খায়ের চৌধুরী, অধ্যাপক ড. এ বি এম শহীদুল ইসলাম, শেখ সাইদুর রহমান, আনোয়ার হোসাইন চৌধুরী, আলী আজম প্রমুখ।

কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা : এদিকে গোলটেবিল বৈঠকের পর ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয় কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ, সাংবাদিক, কৃতী শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবক, ইইউর শিক্ষক ও কর্মকর্তারা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন রেজিস্ট্রার আবুল বাশার খান। ধন্যবাদ জানান ট্রেজারার মোহাম্মদ সিদ্দিক হোসাইন। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিল আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক, ঢাকা ব্যাংক, আলিফ গ্রুপ, আল-আমিল প্রো. লি., আমিন মোহাম্মদ ফাউন্ডেশন, আইএফআইএল, ন্যাশনাল ব্যাংক এবং মিডিয়া পার্টনার ছিল দৈনিক সমকাল।